হাওয়ারীনামা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ৩

(১)এক দিন বিকেল তিনটার এবাদতের সময় হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. বায়তুল-মোকাদ্দসে যাচ্ছিলেন। এবং জন্ম থেকেই খোঁড়া এক লোককে সেখানে বয়ে আনা হলো। (২)লোকেরা প্রতিদিন তাকে বয়ে এনে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর নামের দরজার কাছে রাখতো, যেনো যারা বায়তুল-মোকাদ্দসে যেতো, সে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে।

(৩)হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা.-কে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকতে দেখে সে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলো। (৪)কিন্তু তাঁরা সোজা তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, "আমাদের দিকে তাকাও।" (৫)সে তাদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় তাদের দিকে তাকালো।

(৬)কিন্তু হযরত সাফওয়ান রা. বললেন, "আমার কাছে সোনা বা রুপা কিছুই নেই কিন্তু যা আছে, তা-ই আমি তোমাকে দিচ্ছি। (৭)নাসরতের হযরত ইসা মসিহের নামে উঠে দাঁড়াও ও হাঁটো।" এবং তিনি তার ডান হাত ধরে তাকে তুললেন আর তখনই তার পা ও গোড়ালি শক্ত হলো।

(৮)সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো এবং হাঁটতে লাগলো। (৯-১০)আর হাঁটতে-হাঁটতে, লাফাতে-লাফাতে এবং আল্লাহর প্রশংসা করতে-করতে তাদের সংগে বায়তুল-মোকাদ্দসে ঢুকলো। সব মানুষ তাকে হাঁটতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে দেখলো। তারা তাকে চিনতে পারলো যে, এ সেই লোক, যে বায়তুল-মোকাদ্দসের সুন্দর নামের দরজার কাছে বসে ভিক্ষা করতো। এবং যা ঘটেছিলো তাতে লোকেরা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো।

(১১)যখন সে হযরত সাফওয়ান রা. ও হযরত ইউহোন্না রা. এর পিছু ছাড়ছিলো না, (১২)তখন সমস্ত লোক দৌঁড়ে হযরত সোলায়মান আ. এর বারান্দায় তাঁদের কাছে এলো কারণ তারা খুবই আশ্চর্য হয়েছিলো। এই অবস্থা দেখে হযরত সাফওয়ান রা. লোকদের বললেন, "বনি-ইস্রায়েলরা, এতে আপনারা অবাক হচ্ছেন কেনো, অথবা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন কেনো? যেনো আমরা নিজেদের শক্তিতে বা আল্লাহর প্রতি আমাদের ভক্তির কারণে একে চলার শক্তি দিয়েছি?

(১৩)হযরত ইব্রাহিম আ., হযরত ইসহাক আ. ও হযরত ইয়াকুব আ. এর আল্লাহ্, অর্থাৎ আমাদের পূর্ব-পুরুষদের আল্লাহ্ তাঁর গোলাম হযরত ইসা আ.-কে মহিমান্বিত করেছেন, যাঁকে আপনারা অস্বীকার করেছিলেন ও পিলাতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যদিও পিলাত তাঁকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন ।

(১৪)কিন্তু আপনারা পবিত্র ও ন্যায়বান ব্যক্তিকে অস্বীকার করে একজন খুনিকে আপনাদের দিয়ে দিতে বলেছিলেন। (১৫)আপনারা জীবনের সেই মালিককে হত্যা করেছেন, যাঁকে আল্লাহ মৃত থেকে জীবিত করে তুলেছেন। আর আমরা তার সাক্ষী।

(১৬)এই যে লোকটিকে আপনারা দেখছেন এবং তাকে আপনারা চেনেন, হযরত ইসা আ. এর ওপর ইমান ও তাঁর নামের গুণে সে শক্তি লাভ করেছে, এবং আপনাদের সামনে কেবল তাঁরই নামে সে স□পূর্ণভাবে সুস্থ ও সুন্দর স্বাস্থ্য লাভ করেছে। (১৭)এখন ভাইয়েরা, আমি জানি, আপনারা আপনাদের নেতাদের মতো না-বুঝেই এ-কাজ করেছেন। (১৮)এভাবে আল্লাহ্ অনেক দিন আগে নবিদের মধ্যদিয়ে যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন যে, তাঁর মসিহকে কষ্টভোগ করতে হবে। (১৯)তাই তওবা করুন এবং আল্লাহর দিকে ফিরুন, যেনো আপনাদের গুনাহ্ মুছে ফেলা হয়। (২০)আর এতে যেনো আল্লাহ্ সেই মসিহকে, অর্থাৎ হযরত ইসা আ. কে পাঠিয়ে দিয়ে আপনাদের সজীব করে তুলতে পারেন। আপনাদের জন্য তাঁকেই নিযুক্ত করা হয়েছে।

(২১)আল্লাহ্ সবকিছু যে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন, তা অনেক দিন আগেই পবিত্র নবিদের মধ্যদিয়ে বলেছিলেন। তিনি যতদিন না তাঁর সেই কথা পূর্ণ করেন, ততদিন পর্যন্ত হযরত ইসা আ. কে বেহেস্তেই থাকতে হবে।

(২২)হযরত মুসা আ. বলেছিলেন, ‘তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকেই তোমাদের জন্য আমার মতো একজন নবি উঠাবেন। তিনি তোমাদের যা বলবেন, তা তোমরা অবশ্যই মানবে। (২৩)যারা সেই নবির কথা মানবে না, তাদের প্রত্যেককে তার লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করা হবে।’ (২৪)এবং হযরত সামুয়েল আ. থেকে আরম্ভ করে যত নবি কথা বলেছেন, তারা এই দিনের কথাই বলেছেন।

(২৫)আপনারা নবিদের বংশধর এবং আপনাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. এর সংগে আল্লাহ্ ওয়াদার ব্যবস্থা স্থাপন করেছিলেন, ‘তোমার বংশের মধ্যদিয়ে দুনিয়ার সমস্ত জাতিই রহমত পাবে।’ (২৬)যখন আল্লাহ্ তাঁর গোলামকে পাঠালেন, তখন তিনি প্রথমে তাঁকে আপনাদের কাছে পাঠালেন, যেনো আপনাদেরকে খারাপ পথ থেকে ফিরিয়ে রহমত করতে পারেন।”